

জিংগোবিন

ক্যাপসুল

মল্দিঞ্জে রক্তপ্রবাহ উন্নয়নকারী

উপাদান :

প্রতিটি ক্যাপসুল এ আছে

সুয়েরটিয়া চিরায়তা ড্রাই এক্সট্রাক্ট ২৫০ মিগ্রা

ও অন্যান্য উপাদান

সূত্র : চিরতা, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী

ইউনানী ঔষধ

বর্ণনা :

চিরতা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে তিজ্জ ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে একটি । চিরতান ক্যাপসুল চিরতা থেকে আহরিত নির্যাস দ্বারা তৈরি একটি কার্যকরী একক ভেষজ ঔষধ । চিরতান দেহের বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণে সহায়তা করে দেহকে দূষিত পদার্থ মুক্ত করে । চিরতান এ প্রাপ্ত সোয়ারচিরিন যকৃতকে সুরক্ষিত রাখে, যকৃতের সঠিক পিত্ত রস ক্ষরণে সাহায্য করে; ফলে পরিপাকের বিভিন্ন সমস্যা যেমন ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি উপশম হয় । সোয়ারচিরিন হাইপোগ-ইসেমিক, তাই চিরতান শর্করা কমিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করে । চিরতান দেহের অতিরিক্ত ওজন ও চর্বি কমিয়ে দেহকে শক্তিশালী করে । চিরতান এ প্রাপ্ত বিভিন্ন যেনথোন উপজাতক গুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুকে শান্ড করে স্থিরতা আনয়ন করে । চিরতা একটি প্রাকৃতিক রক্ত পরিশোধক তাই চিরতান নানা প্রকার ত্বকের সমস্যা যেমন ত্বকের জ্বালা-পোড়া, প্রদাহ, খোশ-পাঁচড়া, ব্রণ, চুলকানি ইত্যাদিতে কার্যকরী । চিরতান কফ, জ্বর ও কৃমি নাশক ।

ক্রিয়া :

চিরতা পাকস্থলী থেকে পাচকরস ক্ষরণে সাহায্য করে । পরীক্ষায় দেখা গেছে যে চিরতা কোলিন বিরোধী, রক্তশর্করা হ্রাসক ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুনিশ্লেড়জক ।

রোগ নির্দেশ :

হজমের গোলযোগ, ক্ষুধামান্দ্য, পাচকরস ক্ষরণে সমস্যা ও পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগ, ব-ড সুগার ও অতিরিক্ত কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । চিরতান ত্বকের জ্বালা-পোড়া ও ডায়াবেটিস রোগে কার্যকর ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও বিরূপ ক্রিয়া :

নির্দেশিত মাত্রায় চিরতান সেবনে কোনরূপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় নি ।

সতর্কতা ও প্রতিনির্দেশনা :

পাচক রসের ক্ষরণে উত্তেজনা সৃষ্টি করায় পাকস্থলী ও গ্রহনীতের রোগীর ক্ষেত্রে চিরতান সেবন নিষিদ্ধ ।

গর্ভাবস্থায় ও স্ফুণ্যদানকালে ব্যবহার :

গর্ভাবস্থায় ও স্ফুণ্যদান কালে চিরতান ব্যবহার নিষিদ্ধ ।

মাত্রা :

১-২ টি চিরতান ক্যাপসুল দিনে ২-৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য ।

সরবরাহ :

১০ী৫ ক্যাপসুল বি-স্টার ।

* আলো থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন ।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন ।

* অনুরোধে বিস্ফারিত তথ্য সরবরাহ করা হয় ।



নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ
গাজীপুর-বাংলাদেশ